সূচিপত্র

ভাষ্যকারের ভূমিকা ১১
অনুবাদকের কথা ১৩
শারয়ি নিরীক্ষকের চোখে ১৫
আমল ও নিয়তের বন্ধন ১৭
হাদিসে জিবরিল : ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ৩৪
ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ ১২৫
ভ্রূণের গঠন ও ভাগ্যের লিখন ১৩৬
বিদআতের নিন্দা ও পরিণাম ১৪৬
হালাল ও হারামের সীমানা ১৫২
দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা ১৬১
তিন আমলে জানমালের নিরাপত্তা ১৭৭
অতিরিক্ত প্রশ্ন ধ্বংস ডেকে আনে ১৮৮
হালাল উপার্জন—দুয়া কবুলের শর্ত ১৯৩
সন্দেহমুক্ত জীবনের মূলমন্ত্র ২০৫
মুমিনের সেরা গুণ ২০৯
প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য যেমন ২১৫
রক্তপাতের তিন বৈধ ক্ষেত্র ২১৯
কথার সৌন্দর্য ও মেহমানের মর্যাদা ২২৬
রাগ করো না ২৩৫
ইহসান হোক প্রতিটা কাজে ২৩৯
জীবনযাপনের তিন নিয়ম ২৪৪

তাকদিরে বিশ্বাস, তাওয়াক্কুলে মুক্তি ২৫১
লজ্জাহীনতা আঁধারের দুয়ার ২৬২
ঈমান ও ইস্তিকামাত ২৬৫
জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ ২৬৯
ঈমান, ইবাদাত ও আত্মার সওদা ২৭২
রাজত্বে অটল, রাহমাহয় অসীম ২৮১
নেক আমলও সাদাকা ৩০২
প্রতিটি ভালো কাজ সাদাকা ৩১১
হৃদয়ের প্রশান্তি—পুণ্যের পরিচয় ৩১৯
ফিতনা-কালে করণীয় ৩২৬
নাযাত লাভের সহজ পথ ৩৩৭
সীমার ভেতরেই নিরাপত্তা ৩৫০
নির্মোহতার লাভ ৩৫৫
ক্ষতি বর্জনেই কল্যাণ ৩৫৮
ন্যায়ের মূলনীতি ৩৬২
মন্দ কাজ দেখলে করণীয় ৩৬৫
ভ্রাতৃত্বের স্বর্ণালি সূত্র ৩৭২
সহযোগিতা ও সহমর্মিতা—ইসলামের মৌলিকতা ৩৮৬
নিয়তে সওয়াব, আমলে বহুগুণ ৩৯৪
আল্লাহকে ভালোবাসার পথ ৪০০
ভুল, বিস্মৃতি ও জবরদস্তির জন্য ক্ষমা ৪০৫
মুসাফিরের জীবন ৪০৯
পূর্ণ ঈমানের শর্ত ৪১৩
আল্লাহর ক্ষমার বিশালতা ৪১৬

আমল ও নিয়তের বন্ধন

হাদিস : ০১

إِنَّمـا الأعمـالُ بالنِّيَّـاتِ وإِنَّمـا لِـكُلِّ امرئٍ مـا نوى فمـن كانـت هجرتُهُ
إلى اللهِ ورسـولِهِ فَهجرتُـهُ إلى اللهِ ورسـولِهِ ومـن كانـت هجرتُـهُ إلى دنيا
يصيبُهـا أو امـرأةٍ ينْكحُهـا فَهجرتُـهُ إلى مـا هاجـرَ إليْهِ

সরল অনুবাদ

আমিরুল মুমিনিন আবু হাফস উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সন্তুষ্টির জন্যই হয়েছে বলে) গণ্য হবে। আর যার হিজরত হবে পার্থিব স্বার্থে অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত ওই উদ্দেশ্যেই হয়েছে বলে গণ্য হবে।[১]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৯০৭

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস দিয়ে তার গ্রন্থের সূচনা করেছেন, যেই হাদিসটি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রাহিমাহুমাল্লাহ তাদের সহিহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। ফলে এ হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই। বরং যেসব হাদিস সহিহ হওয়ার ব্যাপারে এই দুই ইমাম একমত হয়েছেন, তা সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

এই হাদিসে মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই কাজ করার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া কোনো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। এ কারণেই গ্রন্থকার এই হাদিসটি দিয়ে তার বই শুরু করেছেন, ঠিক যেমনটি করেছেন ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তার সহিহ বুখারির সূচনাতে। উদ্দেশ্য হলো, যেকোনো ভালো কাজের শুরুতে যেন আমরা এই হাদিসটি স্মরণ রাখি, তাহলে সেই কাজটি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হবে।[১]

এটি একটি 'জামে হাদিস'। সহজ করে বললে—যে হাদিসের শব্দ-বাক্য খুব সংক্ষিপ্ত; অথচ মর্ম অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক অর্থবোধক তাকে 'জামে হাদিস' বলা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প কথায় অত্যন্ত গভীর মর্মার্থ প্রকাশ করতে পারতেন। এই বিশেষ যোগ্যতাটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত বাণীতে থাকত অসীম জ্ঞান ও অফুরন্ত কল্যাণ। জ্ঞানী আলিমগণ বলেন, এই হাদিসটি ইসলামি শিক্ষা ও দ্বীনি জ্ঞান চর্চার ভিত্তি রচনাকারী চারটি মৌলিক হাদিসের একটি।[২] হাদিস চারটি হলো—

এক. নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

---

[১] ফাতহুল বারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮

[২] আত তামহিদ, ইবনু আবদিল বার, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২০১; সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা, ইমাম নববি খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২৭; উমদাতুল কারী, বদরুদ্দীন আইনী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯৯

দুই. (ইসলামে) হালালের বিবরণ যেমন সুস্পষ্ট, হারামের বর্ণনাও তেমনি সুস্পষ্ট।[১]

তিন. মানুষের হাতে যা আছে, তার প্রতি আগ্রহ কমাও—মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।[২]

চার. ইসলামের সৌন্দর্য ব্যক্তির মাঝে প্রকাশ পায়, যখন সে অনর্থক বিষয় পরিহার করে।[৩]

এবার হাদিসের প্রতিটি বাক্য নিয়ে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা যাক।

হাদিসের প্রথমাংশ :

> 'إنما الأعمال بالنيات'

সকল কাজের (ফলাফল) নিয়তের ওপর নির্ভর করে।

অর্থাৎ, আল্লাহর দরবারে কোনো কাজের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে সেই কাজের অন্তর্নিহিত নিয়তের ওপর। কাজ ভালো হলেও যদি নিয়ত খাঁটি না হয়, তবে তার কোনো মূল্য থাকে না।

নিয়তের পরিচয় ও তাৎপর্য

'নিয়ত' বলতে আমরা কী বুঝি? নিয়ত মানে, মনে মনে সংকল্প করা। কোনো আমলের শুরুতে মনে মনে তার উদ্দেশ্য ঠিক করে নেওয়া। উদ্দেশ্য যেমন হবে, কর্মের ফলাফলও তেমনি হবে। তাই তো আমলের বাহ্যিক ধরন বা রূপ নয়, বরং কর্তার অন্তরের নিয়ত বা সংকল্পই এখানে মুখ্য। সুতরাং কারও উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, তবে তার কাজ আল্লাহর জন্য বলে গণ্য হবে। আর যদি তার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৫৯৯

[২] সুনান ইবনি মাজাহ, হাদিস : ৪১০২; আল মুজামুল কবির, তাবারানী, হাদিস : ৫৯৭২; আল মুসতাদরাক, হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৪৮; শুআবুল ঈমান, বাইহাকি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৪৪

[৩] সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : ২৩১৭ ; সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস : ৩৯৭৬; সহিহ ইবনু হিব্বান, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৬৬; আল- মুজামুল আওসাত, তাবারানী, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৮৮

অন্য কিছু হয়, তবে তার কর্ম আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে না। হাদিসের সরল অর্থ এটিই। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তার নিয়তকে নিখাদ করা। যেন মুমিনের সকল নেক আমল বা সৎকর্ম একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই হয়।

এ হাদিসে 'আমল' বা কর্ম শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্মই 'আমল'। কিন্তু এই হাদিসে 'আমল' বা কর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল ইবাদাত বা পরকাল সম্পর্কীয় কাজ। নিছক পার্থিব কাজ এ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই সেসবের ক্ষেত্রে নিয়ত যেমন বিবেচ্য না, তেমনি নিয়তের বিশেষ প্রয়োজনও নেই। উদাহরণত, খাওয়া-দাওয়া, কাপড় পরা, গাড়ি চড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়ত আবশ্যিক নয়। এছাড়া, এখানে 'আমল' বা কর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য নেক আমল বা সৎকর্ম। কারণ, নিয়ত প্রয়োজন হয় সৎকর্মেই। অসৎকর্ম এই হাদিসে আলোচ্য নয়।

হাদিসের দ্বিতীয় অংশ :

> وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে—

এটি স্বতন্ত্র একটি বাক্য, না কি পূর্বের বাক্যের সমার্থক এ নিয়ে মতভিন্নতা আছে। যেমন—

প্রথম মত : কিছু আলিম বলেন, এ বাক্য তার পূর্ববর্তী বাক্যকেই শক্তিশালী করতে এবং তার মর্মের প্রতি বাড়তি গুরুত্বারোপ করার জন্য এসেছে।

দ্বিতীয় মত : এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্য, পূর্বের বাক্যের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এটি নতুন অর্থ প্রদান করে। আর দ্বিতীয় বক্তব্যটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ, কোনো একটি বাক্য থেকে যথাসম্ভব নতুন বার্তা নেওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।[১]

[১] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪-১৫

হাদিসে জিবরিল : ইসলামের মৌলিক শিক্ষা

হাদিস : ২

بينما نحن عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم ذاتَ يومٍ إذ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياضِ الثيابِ شديدُ سوادِ الشعرِ ، لا نرَى عليه أثرَ السفرِ ولا نعرفُه، حتَّى جلس إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم فأسند ركبتَه إلى ركبتِه ووضع كفَّيهِ على فخذِه ثمَّ قال : يا محمدُ أخبرْني عن الإسلامِ ، ما الإسلامُ ؟ قال : أنْ تشهدَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهَ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ وتقيمَ الصلاةِ وتؤتيَ الزكاةَ وتصومَ رمضانَ وتحجَّ البيتَ إنِ استطعتَ إليه سبيلًا . قال : صدقتَ : قال عمرُ : فعجِبنا له يسألُهُ ويصدقُه . فقال : يا محمدُ أخبرني عن الإيمانِ ما الإيمانُ ؟ قال : الإيمانُ أنْ تؤمنَ باللهِ وملائكتِه وكتبِه ورسلِه واليومِ الآخرِ والقدرِ كلِّه خيرِه وشرِّه . قال : صدقتَ . قال : فأخبرني عن الإحسانِ ما الإحسانُ ؟ قال : أنْ تعبدَ اللهَ كأنك تراهُ فإن لم تكنْ تراهُ فإنه يراكَ . فقال : أخبرني عن الساعةِ متى الساعةُ ؟ قال : ما المسئولُ عنها بأعلمَ من السائلِ . فقال : أخبرني عن أماراتِها . قال : أنْ تلدَ الأمةُ ربَّتها وأنْ ترَى الحفاةَ العراةَ العالةَ رعاءَ الشَّاءِ يتطاولونَ في البنيان ، قال : ثمَّ انطلقَ الرجلُ ، قال عمرُ :

فلبثتُ مليا ثـمَّ قال رسـولُ اللهِ صـلَّى اللهُ عليه وسـلم : يا عمـرُ أتدري مـن السـائلُ ؟ قلـتُ : اللهُ ورسـولُه أعلـمُ . قـال : فإنـه جبريـلُ عليـه السـلامُ أتاكـم يعلِّمَكـم دينَكم

সরল অনুবাদ

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি হঠাৎ আমাদের মাঝে এসে হাজির হলেন। তার গায়ে ছিল ধবধবে সাদা পোশাক, চুল ছিল কুচকুচে কালো। তাঁর শরীরে সফরের কোনো চিহ্ন ছিল না। অথচ আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনত না। সে এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখোমুখি, তাঁর হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসল। তার দুই হাতের তালু রাখল নিজের দুই রানের ওপর। এরপর বলল, 'হে মুহাম্মাদ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল—এই সাক্ষ্য দেওয়ার নাম হলো ইসলাম। এছাড়া সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রামাদানে সাওম পালন করা ও সক্ষম হলে বাইতুল্লাহয় হজ করা।'

লোকটি বলল, 'আপনি ঠিক বলেছেন।'

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা তার এই আচরণে অবাক হলাম। সে প্রশ্ন করছে আবার সে-ই সত্যায়ন করছে!

আগন্তুক বলল, 'এবার আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ঈমান হলো—আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস

স্থাপন করা। এছাড়াও, ভালো ও মন্দ তাকদিরের ওপর নির্ভরশীল— এই বিশ্বাস স্থাপন করা।'

লোকটি বলল, 'আপনি ঠিক বলেছেন।'

এরপর বলল, 'এবার আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ইহসান হলো, তুমি এমনভাবে ইবাদাত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ! যদি এমনটি না পার, অন্তত এমনভাবে ইবাদাত করবে যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।'

এরপর লোকটি বলল, 'আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির বেশি জানা নেই।'

লোকটি বলল, 'তাহলে আমাকে কিয়ামতের আলামত (নিদর্শন) সম্পর্কে বলুন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'বাঁদি তার মুনিবকে জন্ম দিবে। নগ্ন পদক, বস্ত্রহীন, নিঃস্ব মেষপালকদের দেখবে তারা উঁচু দালান নির্মাণে প্রতিযোগিতা করছে।'

বর্ণনাকারী উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর লোকটি চলে গেল। আর আমি কিছুক্ষণ বসে রইলাম। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'উমার, প্রশ্নকারী কে ছিল, জান?'

আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তিনি ছিলেন জিবরিল। তিনি তোমাদের কাছে এসেছিলেন তোমারকে তোমাদের দ্বীন শেখাতে।'[১]

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৮

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিস। এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের মূল ভিত্তিসমূহ তুলে ধরেছেন—ইসলামের স্তম্ভ, ঈমানের রুকন, ইহসানের বাস্তব রূপ, এমনকি কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণগুলোও। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ দ্বীনের সারকথাই এতে বর্ণিত হয়েছে। দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত পুরোটাই এক কথায় হাদিসে চলে এসেছে। কেননা, দ্বীন পালনে সব মানুষের অবস্থান এক স্তরের হয় না। দ্বীনের প্রতি সবাই সমানভাবে নিবেদিত থাকে না। কেউ থাকে প্রাথমিক স্তরে, কারও অবস্থান হয় তার চেয়ে একটু উর্ধ্বে, আবার কেউ পৌঁছে যায় দ্বীনের সর্বোচ্চ শিখরে। কেউ থাকে 'মুসলিম' পর্যায়ে, কেউ হয় 'মুমিন', আবার কেউ পৌঁছে যায় 'মুহসিন' স্তরে। এই প্রতিটি স্তর তার পূর্বের চেয়ে উন্নত, বিস্তৃত ও অধিকতর চ্যালেঞ্জপূর্ণ। তবে প্রত্যেক মুমিনকেই তার সাধ্য অনুযায়ী এই স্তরগুলোর যেকোনো একটিতে উন্নীত হওয়ার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হয়।

নবিজির দরবারে তারার মাহফিল

قَوْلُه : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসা ছিলাম.....।

সাহাবিদের মাঝে একটি সাধারণ অভ্যাস ছিল—তারা নিয়মিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হতেন। সেখান থেকে তারা ইলম অর্জন করতেন, দ্বীন সম্পর্কে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতেন এবং পার্থিব ও আখিরাতসংক্রান্ত পরামর্শ চাইতেন। এই হাদিসে তাদের তেমনই একটি মজলিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একদিন সাহাবিদের সেই আসরে এক অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত হলেন, যার বেশভূষা ও পোশাক ছিল সম্পূর্ণ

ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ

হাদিস : ৩

عَنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عُمَـرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَـالَ: قَالَ: رَسُـولَ اللهِ صلى الله عَلَيـه و سَـلَّمْ : " بُنِيَ الْإِسْـلَامُ عَلَى خَمْـسٍ : شَـهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّـدًا رَسُـولُ الله، وَإِقَـامِ الصَّـلَاةِ، وَإِيتَـاءِ الـزَّكَاةِ، وَحَـجِّ الْبَيْـتِ، وَصَـوْمِ رَمَضَانَ.

সরল অনুবাদ

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি—এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। সালাত কায়েম করা। যাকাত প্রদান করা। বাইতুল্লার হজ করা। রামাদানের সিয়াম পালন করা।'[১]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৮, ৪৫১৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই হাদিসটি পূর্বে বর্ণিত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসের মতোই। এই হাদিসেও ইসলামের মৌলিক রুকন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এই হাদিসে একটি বিষয় নতুন। তা হলো,

> بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি'—এই অংশটি। উমার রাদিয়াল্লাহুর হাদিসের বর্ণনা ছিল এরকম—

> شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله.

'আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই...'। ফলে উমার রাদিয়াল্লাহুর হাদিস থেকে বাহ্যিকভাবে মনে হয়, এই পাঁচটি রুকনের সমষ্টিই ইসলাম।

এদিকে বক্ষ্যমাণ হাদিসে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এই পাঁচটি রুকনই ইসলাম নয়; বরং এগুলো হলো ইসলামের ভিত্তি। না হয় ইসলামের ব্যাপ্তি আরও বিশাল। অন্যান্য সৎকাজ—ওয়াজিব আমল, মুস্তাহাব আমল, আদেশ পালন, গুনাহ বর্জন সবকিছুই ইসলামের অংশ। এ জন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলিম সে, যার হাত ও জিহ্বা (এর অনিষ্ট) থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে।'[১] এই হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের অনিষ্ট করা থেকে বিরত থাকাকেও ইসলাম হিসেবে গণ্য করেছেন। সুতরাং বোঝা গেল, ইসলাম হলো ব্যাপক জিনিস। আর এ পাঁচটি রুকন হলো তার ভিত্তিমূল, মৌলিক রুকন।

এই পাঁচটি বা তার কোনো একটি রুকন ছুটে গেলে মানুষ প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না। এ ছাড়া অন্যান্য আমলের কিছু কিছু যদি ছুটে যায়, তবু সে

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪৮৪, ১০; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৪

মুসলিম থাকবে। যদিও তার ইসলাম হবে অসম্পূর্ণ। কতটা অসম্পূর্ণ তা নির্ভর করবে তার ছেড়ে দেওয়া বিষয়ের গুরুত্ব ও অবস্থানের ওপর।

ইসলামের মৌলিক বিধান : ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া

> شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

'এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।'

অর্থাৎ, অন্তরে বিশ্বাস করার পাশাপাশি মুখে উচ্চারণ ও স্বীকার করা। কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপাসনার উপযুক্ত নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাত বাতিল ও শিরক। যদিও তাদেরকেও উপাস্য বলা হয়। তবে তারা হলো বাতিল উপাস্য। আসল ও সত্য উপাস্য একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.

এই জন্যও যে, আল্লাহ, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য এবং আল্লাহ, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান।[১]

সুতরাং অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে বাস্তবায়ন—তিনটাই জরুরি। আর ইবাদাতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তাআলাই—এতটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। বরং এর পাশাপাশি এ-ও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ ইবাদাতের উপযুক্ত নয়, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত সম্পূর্ণ বাতিল। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা'-এর দাবিও এটাই। কারণ, 'লা ইলাহা'—'কোনো উপাস্য নেই'—এই অংশটা নেতিবাচক। আর 'ইল্লাল্লাহ—আল্লাহ ছাড়া'—এ অংশটা ইতিবাচক। নেতিবাচক অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার জন্য ইবাদাত বা উপাসনাকে নাকচ করে, আর ইতিবাচক অংশ আল্লাহ তাআলার জন্য ইবাদাতকে

[১] সুরা হজ, আয়াত : ৬২

দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা

হাদিস : ৭

عن أبي رُقية تميم بن أوس الدَّاري : أن النبيَّ ﷺ قال: الدِّين النَّصيحة، قلنا: لمَن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمَّة المسلمين وعامَّتهم. رواه مسلم

সরল অনুবাদ

আবু রুকাইয়া তামিম ইবনু আউস আদ-দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দ্বীন হলো নাসিহাহ বা আন্তরিকতা ও ক্যল্যাণকামিতা।' আমরা বললাম, 'কার প্রতি?' রাসুল বললেন, 'আল্লাহ, আল্লাহর গ্রন্থ, আল্লাহর রাসুল, মুসলিম শাসক ও জনসাধারণের প্রতি।'[১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নাসিহাহ : নাসিহাহ অর্থ বিশুদ্ধতা। আরবীতে বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল মধুকে বলা হয় 'আসালুন নাসিহুন।' অর্থাৎ যে মধুতে কোনো ভেজাল বস্তুর মিশ্রণ নেই। নির্ভেজাল, নিখাদ।[২]

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৫

[২] আন নিহায়া ফি গরিবিল আসার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬২; লিসানুল আরব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১৭

ইসলাম ধর্মের বিষয়টিও তাই। কারণ, ইসলাম সকল মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, কূটচাল, ভেজাল ও খিয়ানত থেকে পবিত্র। এটি একটি বিশুদ্ধ ও খাঁটি ধর্ম। তেমনিভাবে মুসলিম হয় এমন, যার ভেতর বাহির হয় বিশুদ্ধ; ধোঁকা, বিশ্বাসঘাতকতা, ও খারাপ চরিত্র ইত্যাদি মুক্ত। আর যারা ভেজাল মেশায়, ধোঁকাবাজি করে, কূটকৌশল অবলম্বন করে, যার ভিতর হয় বাহির থেকে ভিন্ন—সে মুমিনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না। এসব জিনিস দ্বীনের বৈশিষ্ট্য নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনকে 'নাসিহাহ'-র মাঝে সীমাবদ্ধ করেছেন। আর সীমাবদ্ধতার নির্দিষ্ট অর্থ আছে। যার মাঝে নাসিহাহ নেই, যার মাঝে ন্যায়নিষ্ঠা ও কল্যাণকামিতা নেই, সে মুমিনদের দলভুক্ত না হওয়াই এই সীমাবদ্ধতাকরণের দাবি।

আল্লাহর প্রতি বান্দার নাসিহাহ

সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নাসিহাহ সম্পর্কে জানতে চাইলেন—'কার জন্য নাসিহাহ, হে আল্লাহর রাসুল!', তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর জন্য।'

সুতরাং, সর্বপ্রথম যে কাজটি বান্দার করা উচিত তা হলো, আল্লাহ ও তার মাঝে নাসিহাহ বাস্তবায়ন করা। আর এ নাসিহাহ বাস্তবায়ন হয় যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার মাধ্যমে। পরিপূর্ণরূপে ঈমান আনার মাধ্যমে। তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ ও তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত ধারণ করার মাধ্যমে। আল্লাহর তাকদির ও কার্যকলাপের ওপর ঈমান আনার মাধ্যমে। সবিশেষ আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের উপযুক্ত আর কেউ নেই, এই বিশ্বাস লালন করার পাশাপাশি একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করে যাওয়ার মাধ্যমে। এগুলোই হলো বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার নাসিহাহর রূপরেখা।

এই নাসিহাহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুইভাবেই থাকা জরুরি। অতএব, যে ওপরে ওপরে একত্ববাদের বুলি আওড়ায়; কিন্তু ভেতরে শিরক লুকিয়ে

রাখে বা বাহ্যত ঈমান প্রকাশ করে, আর অন্তরে কুফর লালন করে সে মুনাফিক। আর মুনাফিক নিরেট কাফিরের চেয়েও জঘন্য। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا .

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে। তাদের জন্য আপনি কখনো কোনো সহায় পাবেন না।[১]

এর কারণ কী? এর কারণ আল্লাহ তাআলা অপর এক আয়াতে ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ—

يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

তারা আল্লাহ ও মুমিনদের সাথে প্রতারণা করে।[২]

আর আল্লাহর সাথে প্রতারণা সবচেয়ে গুরুতর খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা।

প্রকৃত নাসিহাহকারী সে, আল্লাহর সাথে যার সম্পর্কের ভেতর-বাহির একরকম। সে যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তখন মনে-প্রাণে সেটা ধারণ করেই বলে। কালিমার দাবি আদায় করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য যে-কারও ইবাদাত প্রত্যাখ্যান করে। এরপর মানুষকে এ কালিমার প্রতি আহ্বান করে, এই কালিমার দাবি অনুযায়ী জীবনযাপনের দাওয়াত দেয়। এক আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হওয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়। অর্থাৎ, কেবল মুখে কালিমা উচ্চারণেই সীমাবদ্ধ থাকে না সে।

পক্ষান্তরে যে মুখে বেশি বেশি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে; কিন্তু হৃদয়ে সেটা ধারণ করে না, কালিমার দাবি অনুযায়ী কাজও করে না, সে মুনাফিক। কেউ তার ভালো দিক প্রকাশ করা, আর খারাপ দিক গোপন করাকে বলা হয় মুনাফিকি। অতএব, যে বাহ্যত নিজেকে মানুষের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১৪৫
[২] সুরা বাকারাহ, আয়াত : ৯

তিন আমলে জানমালের নিরাপত্তা

হাদিস : ৮

عَنْ ابْـنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَـا: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِـلَ النَّاسَ حَـتَّى يَشْـهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُـولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّـلَاةَ، وَيُؤْتُـوا الزَّكَاةَ، فَـإِذَا فَعَلُوا ذٰلِـكَ عَصَمُوا مِـنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُـمْ، إِلَّا بِحَقِّ الإِسْـلَامِ، وَحِسَـابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى

সরল অনুবাদ

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে মানুষদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 'আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসুল'—এই সাক্ষ্য না দেয় এবং সালাত কায়েম না করে ও যাকাত না দেয়। যখন তারা এসব করবে, তারা আমার হাত থেকে নিজেদের রক্ত ও ধনসম্পদ নিরাপদ করে নিবে। তবে তাতে ইসলামি কোনো হক প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসেব নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর কাছে তোলা থাকবে।[১]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২২

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই নির্দেশপ্রাপ্ত হন এবং তা বাস্তবায়ন করেন এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। অন্যান্য নবি-রাসুলগণের ক্ষেত্রেও একই কথা। তাঁরাও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ-নিষেধ প্রাপ্ত হন, এরপর তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। সুতরাং, নবিগণ হলেন আল্লাহ ও তার বান্দাদের মাঝে পয়গাম পৌঁছানোর মাধ্যম স্বরূপ।

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ

'আমাকে মানুষদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'—এ অংশে মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য কাফিররা।

حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ،

'যতক্ষণ পর্যন্ত তারা, 'আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসুল'—এই সাক্ষ্য না দেয় এবং সালাত কায়েম না করে ও যাকাত আদায় না করে।'

অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর দ্বীনের ছায়াতলে আশ্রয় না নেয়। কারণ, এটাই একমাত্র দ্বীন যা তিনি বান্দাদের জন্য নির্বাচন করেছেন। সুতরাং এ দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন হচ্ছে কেবল ইসলাম।[১]

[১] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯

অপর আয়াতে আছে,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে তার পক্ষ থেকে তা মোটেই কবুল করা হবে না।[১]

সুতরাং বোঝা গেল ইসলামই একমাত্র ধর্ম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবি-রাসুল ইসলাম নিয়েই এ ধরায় এসেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে ইসলাম বলতে সাধারণত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরিয়াহকেই বোঝানো হয়। ইসলামের বেশ কিছু রুকন রয়েছে। সেগুলো হলো—এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসুল। সালাত আদায় করা। যাকাত দেওয়া। রামাদানের সাওম রাখা। সক্ষম হলে বাইতুল্লার হজ করা। এগুলো সবই ইসলামের রুকন। যেমনটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

প্রথম রুকন

প্রথম রুকন হলো দুইটি কথার সাক্ষ্য দেওয়া—আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসুল। এই সাক্ষ্য দু'টিই আসল। 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই'—এই সাক্ষ্য সব ধরনের শিরককে নাকচ করে। ইবাদাতকে করে শিরকমুক্ত ও বিশুদ্ধ। আর 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসুল'—এই সাক্ষ্য সব ধরনের বিদআতকে নাকচ করে এবং সকল ইবাদাতকে রাসুলের কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতিতে পরিচালনা করে। এরই মাধ্যমে একজন মানুষের ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশের সূচনা হয়।

[১] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৮৫

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য যেমন

হাদিস : ১৩

عَـنْ أَبِي حَمْـزَةَ أَنَسِ بْـنِ مَالِكٍ خَـادِمِ النَّـبِيِّ ﷺ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: «لا يُؤْمِـنُ أَحَدُكُـمْ حَـتَّى يُحِبَّ لأَخِيـهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِـهِ.
رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

সরল অনুবাদ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদিম, আবু হামযা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, নিজের ভাইয়ের জন্যও তাই ভালোবাসে।'[১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হাদিসের বর্ণনাকারী আবু হামযা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিবেদিতপ্রাণ খাদিম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করে এলেন, তখন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা মালিক মদিনা থেকে পালিয়ে শামে

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৫

চলে যায়। কারণ সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত। আর শামেই কাফির অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

তখন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ছোট্ট শিশু। তাঁর মা তাঁকে নিয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! ও আনাস, আপনার খিদমতে থাকবে।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পরম মমতায় কবুল করে নিলেন, নিজের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করলেন এবং এই বলে দুয়া করলেন,

> *'হে আল্লাহ, তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং আপনি তাকে যা কিছু দান করেছেন, তাতে বারাকাহ দিন।'*[১]

এরপর থেকে তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ছায়ার মতো লেগে থাকতেন। মদিনায় আগমনের দিন থেকে ওফাত পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে প্রতিপালিত হাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন এবং ভূষিত হয়েছেন এক মহান মর্যাদায়। এটি ছিল তাঁর মহীয়সী মায়ের অসাধারণ দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার ফল।

হাদিসে বলা হয়েছে—لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ ৷ তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না :

এর অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তির ঈমানের মূল ভিত্তিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বরং এর অর্থ—তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না[২]।

যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, নিজের ভাইয়ের জন্যও তাই ভালোবাসে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে না, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে, তাহলে তার ঈমান অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত।

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৯৮২

[২] মাজমুউল ফাতাওয়া ৭/২৫৬

লজ্জাহীনতা আঁধারের দুয়ার

হাদিস : ২০

عَـنْ أَبِي مَسْـعُودٍ عُقْبَـةَ بْـنِ عَمْـرٍو الأَنْصَـارِيِّ الْبَـدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِمَّـا أَدْرَكَ النَّاسُ مِـنْ كَلامِ النُّبُـوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْـتَحْيِ فَاصْنَـعْ مَـا شِـئْتَ .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

সরল অনুবাদ

আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর আল-আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আগের যুগের নবিগণের বাণী হিসেবে মানুষের কাছে পৌঁছেছে এমন একটি অন্যতম বাণী হলো—"যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তবে যা ইচ্ছা তাই করো।"[১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই হাদিসটি এক গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত বাণী। লজ্জা এক মহৎ গুণ। লজ্জা মানুষকে যাবতীয় কদর্যতা ও অশোভন কাজ থেকে বিরত রাখে। যার

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬১২০

অন্তরে লজ্জা আছে, সে এমন সব কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, যা তার জন্য অশোভন। এ কারণেই তো বলা হয়েছে—

«وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»

'আর লজ্জা তো ঈমানেরই একটি শাখা।'

সুতরাং, যার লজ্জা নেই, তা তার ঈমানের দুর্বলতারই পরিচায়ক। আর যার লজ্জা আছে, তা তার ঈমানের পূর্ণতারই প্রমাণ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—

«إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»

যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তবে যা ইচ্ছা তাই করো।

এর অর্থ এই নয় যে, যা ইচ্ছা তাই করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। বরং এটি এক কঠোর সতর্কবার্তা ও হুঁশিয়ারি। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾

সুতরাং যার ইচ্ছা, সে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা, সে কুফরি করুক।[১]

এর অর্থ এই নয় যে, কুফরি করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, বরং এটি এক কঠিন হুঁশিয়ারি।

লজ্জা এমন এক মহৎ গুণ, যা মানুষকে যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করে। যার লজ্জা নেই, সে মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না, মদ্যপানে সংকোচ বোধ করে না, ব্যভিচার ও চুরিতে করতে ভয় পায় না। এই হাদিসে আদব বা শিষ্টাচারের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, লজ্জার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে এবং লজ্জা না থাকার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

[১] সুরা কাহফ, আয়াত : ২৯